প্রথম আলো

তারিখ NOV. 01 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

ওসমান ফারুক ও মিলনের শেষ মুহূর্তের অনিয়ম

দুই বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন, আট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভু

রিফুজ্জামান পিন্টু

য় হাজারের বেশি আবেদন থাকলেও চারদলীয় জোট সরকারের শেষ কাজের দিনে সাবেক শিক্ষাম
ঞ্জ জেলায় দুটি বিদ্যালয় এবং সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী নিজের নামে প্রতিষ্ঠিত একটি দাখিল মাদ্রাসা
মাট আটটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করেছেন। একই সঙ্গে সদ্য বিদায়ী এক মন্ত্রী এবং এব
বসরকারি সাহায্য সংস্থাকে দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

কয়েক মাস ধরে সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুকসহ শিক্ষার নীতিনির্ধারকেরা ও
কোনো বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত এবং নতুন কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যা
নুমোদন দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা দেন। কিন্তু ঈদের ছুটি শুরুর আগের দিন ছয় হাজারের বে
াবেদন বিবেচনায় না এনে কেবল আটটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়।

এ ছাড়া সদ্য বিদায়ী জোট সরকারের নীতিনির্ধারক পর্যায়ের নির্দেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিজে
সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দিয়েছে। এর মধ্যে চট্টগ্রামের ই
ডেল্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উদ্যোক্তা সাবেক মৎস্য ও পশুসম্পদমন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান এ
রপরটির উদ্যোক্তা ক্ষুদ্রঋণে জড়িত বেসরকারি সাহায্য সংস্থা 'অ্যাসোসিয়েশন অব সোশা
্যাডভান্সমেন্ট—আশা'। উত্তরবঙ্গের বেসরকারি সংস্থা আরডিআরএস, মধুমতি গ্রুপ, কর্নেল (অ
লি আহমদসহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ১০-১২টি আবেদন পড়ে থাকলেও সেগুলো বিবেচ
ানা হয়নি।

সূত্রমতে, ২০০৪ সালের অক্টোবর মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নেয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যা
াইন সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত আর কোনো নতুন বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দেওয়া হবে ন
রপরও জামায়াতে ইসলামীর সাবেক সাংসদ মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীসহ কয়েক
সৌদি উদ্যোক্তাকে বেসরকারি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেওয়া হয়। এখন অনুম
দওয়া হলো ইষ্ট ডেল্টা এবং আশা বিশ্ববিদ্যালয়।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম

ওসমান ফারুক ও মিলনের শেষ মুহূতের আনয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, দুটি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দেওয়ার কথা তিনি শুনেছেন, তবে এ সংক্রান্ত প্রস্তাপন হাতে পাননি। তিনি আরও বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত নতুন বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দেওয়া উচিত নয় বলে তিনি মনে করেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া বলেন, নতুন দুটি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে করতে সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে। এ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম হয়নি বলে যুগ্ম সচিব উল্লেখ করেন।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৩ অক্টোবর জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে আটটি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে চাঁদপুরের কচুয়ায় নুরপুর আ ন ম এহছানুল হক মিলন কারিগরি দাখিল মাদ্রাসা, সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুকের নির্বাচনী এলাকা কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জে পটুয়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কিশোরগঞ্জ সদরে পুলিশ লাইন হাইস্কুল। এ ছাড়া নোয়াখালী সদরের করম বকস আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়, নরসিংদীর মনোহরদী থানায় নরদার আছমত আলী মহিলা কলেজ, নেত্রকোনার মদনে জোবাইদা রহমান মহিলা কলেজ, রংপুর সদরে নয়াপুকুর মজিদা খাতুন ইনস্টিটিউট নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

জানা যায়, গত কয়েক বছরে ছয় হাজা বেশি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা এমপিওভুক্তির আবেদন করেছে। এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আ প্রায় ৭০ হাজার শিক্ষক ও কর্মচারী। এম শতভাগ পাস করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও এমপিওভু জন্য অপেক্ষা করছে। রাজধানীর ডেমরা এলা সামসুল হক খান ডিগ্রি কলেজ এবং গুলশা কালাচাঁদপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ সর্বোচ্চ জিপিএ এবং শতভাগ পাসের দিক থেকে ঢাকা বো সেরা ১০ তালিকায় থাকলেও এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উচ্চ মাধ্যমিক শাখা এমপিওভু করা হয়নি।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজো প্রধান সমন্বয়কারী মো. সেলিম ভূঁইয়া *প্রথম আলোকে* বলেন, এমপিওভুক্তির জন্য অপেক্ষ থাকা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় ৭০ হাজ শিক্ষক-কর্মচারী মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে নিরপেক্ষভাবে যোগ্য প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভু না করে চুপচাপ আটটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠা এমপিওভুক্ত করা অন্যায় এবং অনৈতিক ব উল্লেখ করেন এই শিক্ষক নেতা।